Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

11 August 2023 / 24 Muharram 1445H

ইবাদতের বৃহত্তর অর্থঃ

সমাজে মানুষকে সেবা করা ও নানারকম অবদান রাখা

الحَمدُ لِلَّهِ الغَنِيِّ الحَمِيدِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ بِالرَّحمَةِ وَالقَولِ السَّدِيدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

সম্মানিত মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আল্লাহ সুবহানা তাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাতাআলা সম্পর্কে সচেতন হই। । আমরা যেন তেমন মানুষ হতে পারি যাঁরা সর্বদা মহান আল্লাহ তাআলার অনুগত থাকেন। । আমীন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

মহান আল্লাহ তাআলা সুরা আয যারিয়ার ৫৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

অর্থঃ "আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি"।

সম্মানিত ভাইগণ,

আল্লাহ সুবহানাতাআলার নিকটে পৌঁছানোর জন্য ইবাদত করা মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। আমাদেরকে সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহতাআলার ইবাদত করা। অনেকেই এই ইবাদত করা বলতে আচার বিধি মেনে একপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান পালন করার কথা ভেবে থাকেন। তাঁরা ভাবেন যে নামাজের জায়নামাজে বসা, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা, ইত্যাদি এগুলোই ইবাদত।

কিন্তু, ইবাদত মূলতঃ আরো ব্যাপক, সর্বাঙ্গীন অর্থ বহন করে। এটা মূলতঃ মহান আল্লাহর সৃষ্ট সকল জীবের প্রতি আমাদের আচরণ ও ব্যবহারকে ঘিরে আবর্তিত। আমাদের কাজের উদ্দেশ্য বা নিয়ত সৎ থাকলে প্রতিদিনের একটি কাজ হয়ে উঠতে পারে আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের ইবাদত। উদাহরণস্বরূপ আসুন আমরা দেখি এই এখনকার বিষয়টি যখন আমরা সবাই মিলে এখানে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে আছি। এই বসে থাকাটাই যদি আমরা ইক্তিক্বাফের নিয়ত নিয়ে বসি তাহলে সেটাই হতে পারে ইবাদতমূলক কাজ যার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা কাউকে পুরস্কৃত করতে পারেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার,

ইবাদতের আরেকটি দিক কোন ভাল কাজে অবদান রাখা বা কাউকে সেবা প্রদান করা যে বিষয়টিকে

আমি এখানে তুলে ধরতে চাই । যেটা আমাদের অনেকের নিকট জ্ঞাত নয় যে, যে কোন ভাল কাজ বা সমাজের প্রতি যে কোন ভাল অবদান রাখাই হলো আসলে এক প্রকারের ইবাদত।

দেশত্যাগ বা অভিবাসন বিষয়ে ফুদাইক নামে একজন সাহাবাকে উপদেশ দিতে গিয়ে নবী করিম (সঃ) যে হাদীসটি বলেছিলেন, আমরা এখানে তার প্রতি আলোকপাত করব।

يَا فُدَيْكُ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَاهْجُرِ السُّوءَ وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْتَ

অর্থঃ "হে ফুদায়েক, নামাজ পড়, কুকার্য পরিত্যাগ কর এবং যেখানে তোমার ভাল লাগে তোমার লোকেদের সাথে সেখানে তুমি বসবাস করতে পার"।

এই হাদীস থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

প্রথমতঃ নবী করিম (সঃ) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের যদি কোনরকম সাহায্য করার সুযোগ থাকে তবে আমরা যেন দানশীলতা আরো বাড়িয়ে দিই।। এই ব্যাপারে ধর্মীয় নির্দেশনা অতি পরিষ্কার। মুসলমানেরা অন্যের সার্বিক উপকারার্থে নিরন্তর অবদান রেখে যায়। যেমনঃ নিজেদের মধ্যে একতার উন্নয়নে, ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে এবং সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের চেষ্টায় তারা সর্বদা ব্যাপৃত থাকে।

যে কোন ধরণের ভাল কাজ আল্লাহর নিকট অধিক সমাদৃত। প্রত্যেকটা কাজই মূল্যবান। ভেবে দেখ, একটা হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, কারো মুখের একটু হাসির জন্যও মহান আল্লাহ তা আলা তাঁকে পুরস্কৃত করবেন।

দ্বিতীয়তঃ বহু বৈচিত্রে ভরা কোন সমাজে একজন মুসলমানকে তার ধর্মের সকল মূল নীতিমালা এবং

শিক্ষা-দীক্ষাগুলি মজবুত করে ধারণ করে যেতে হয়। আমরা দেখেছি আমাদের নবীজী কিভাবে নামাজের ওপরে জোর প্রদান করেছেন এমনকি পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কেউ বসবাস করুক না কেন, নামাজ ইবাদতটিকে গুরুত্বের সাথে তাদেরকে নিতে হবে। আমাদের আত্মদৃষ্টির মাধ্যমে এবং সবরকম পাপের এবং ক্ষতিকর কাজ পরিহার করে নিজেদের প্রতিটি কাজের প্রতি খেয়াল রেখে আমাদের আত্মার শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পাপকে পরিত্যাগ করতে পারলে আমরা মহান আল্লাহতাআলার নিকট পৌঁছাতে পারব এবং একটি যথাযথ অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করে যেতে পারব।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

উপসংহারে ইবাদতের সারকথা নিয়ে আমরা আরেকটু চিন্তা করে দেখলে দেখব আনুষ্ঠানিক আচার প্রথা, নামাজ পড়া মোনাজাত করার বাইরেও অনেক ব্যাপক হলো ইবাদতের কর্ম পরিধি। আসলে ইবাদত আমাদের জীবনের সব কিছু নিয়েই পরিবেষ্টিত – যেমন, অর্থ, সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা, পরিবার ইত্যাদি নির্বিশেষে আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং চারপাশের অন্যান্যদের সংগে কিভাবে মেলামেশা করব তা-ও ইবাদতের অংশ। আসলে অন্যদের সংগে আমাদের ব্যবহার, আচরনই বলে দেয় আল্লাহর প্রতি আমাদের ভক্তি, একনিষ্ঠতা কতটুকু। কে কোন পারিপার্শিক অবস্থা থেকে এসেছে তা দিয়ে নয় । একজন সত্যিকারের ধার্মিক লোকের পরিচয় তার উন্নত আচরনের মধ্যে নিহিত।

মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের একনিষ্ঠ ভক্তি আমাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জগতে আল্লাহর রহমত এনে দিক। আমরা যেন সবসময় ইতিবাচক মনোভাব, সঙ্ঘবদ্ধ এবং প্রিয়জনদের ও পাড়া-পড়শীদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে থাকতে থাকি।

আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ

هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.